এই সময়ের নারী শিক্ষার্থীদের আত্মোপলব্ধি ও
জীবন গঠনের জন্য নিবেদিত গাইডবুক

দ্বীনদার নারী যদি হতে চান

মুফতি মুহাম্মাদ নু'মান ইদরীস
ফাজেল ও তাখাস্‌সুস ফিল ফিকাহ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া।
সাবেক শিক্ষক, আল-হুদা মহিলা মাদরাসা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
শিক্ষক, আরবিয়া ফয়জুল উলুম কান্দিপাড়া মাদরাসা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

সম্পাদনা
মাওলানা যায়েদ আলতাফ
বহু গ্রন্থ অনুবাদক, লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবির।

প্রুফ
মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়
পথিক
প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

বড় মূর্খ আমরা!

আমরা কথা বলি, কাজ করি না। শুরু করি, শেষ করি না। আমরা আশা করি, স্বপ্ন দেখি, কষ্ট স্বীকার করি না। আমরা সফলতা অর্জন করতে চাই, অলসতা বর্জন করি না। তাই আমাদের আশা হয় দুরাশা। আমাদের ভাগ্যে জোটে ব্যর্থতা। বড় মূর্খ আমরা। বড় নির্বোধ আমরা। আমরা কামনা করি, সাধনা করি না। আমরা ইচ্ছা করি, বাস্তবায়ন করি না। আরাম করি, সংগ্রাম করি না। আমরা ফল চাই, ফসল চাই; ত্যাগ ও আত্মত্যাগ করি না। আমরা সময়ের অপচয় করি, কাল ও আগামীকালের হিসাব করি না। তাই জীবন ফুরিয়ে যায়, আলো নিভে যায়, আর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। বড় মূর্খ আমরা। বড় নির্বোধ আমরা। আমরা ভুল করি, স্বীকার করি না। নষ্ট করি, সংশোধন করি না। আমরা মানুষের দোষ দেখি, গুণ দেখি না; নিন্দা করি, প্রশংসা করি না। আমরা ভোগ করি, দান করি না। পেতে চাই, দিতে চাই না। তাই আমরা তলিয়ে যাই, হারিয়ে যাই। আলোর ইশারা দেখি না, মুক্তির পথ খুঁজে পাই না। বড় মূর্খ আমরা। বড় নির্বোধ আমরা। নিজেদের শত্রু নিজেরাই আমরা।

—আবু তাহের মেসবাহ

নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি—

১. দ্বীন কি শিখছি বা দ্বীনের ওপর কি আমল করছি?
২. জীবনাচার, ওঠাবসায় কাকে অনুসরণ করছি?
৩. দ্বীনের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করছি?
৪. আমার বিজয় কীসে, কীসে আমার সফলতা?
৫. আমার দায়িত্ব-কর্তব্য কী? আমার জীবনের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য কী?

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

‘দ্বীনদার নারীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হিফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা তা হিফাজত করে।’ [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪]

الْمَرْأَةُ الصّالِحَةُ أَغْلى مِنَ الْكُنُوْزِ وَأَثْمَنُ مِنَ الثَّرْوَةِ.

‘সালিহা (দ্বীনদার ও সৎ) নারী রত্নভান্ডারের চেয়েও মূল্যবান এবং সম্পদের চেয়েও অনেক দামি।’

এই বই...

- নারী শিক্ষার্থীদের সফলতার সন্ধান দেবে, করণীয় ও বর্জনীয় নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা করবে।
- মুসলিম মেয়েদের ইসলামি মূল্যবোধের ওপর অটল-অবিচল থাকার প্রেরণা জোগাবে।
- যারা মুসলিম মেয়েদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়, মেধা দিয়ে শ্রম দিয়ে তাদের মোকাবিলা করার প্রেরণা জোগাবে।
- নারীসমাজে দ্বীনি দাওয়াতের আগ্রহ জোগাবে।
- হীনম্মন্যতা ও দুশ্চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় জানাবে।
- জানা যাবে—আল্লাহর কখন কী হুকুম, কোথায়, কীভাবে করতে হবে।
- কোন কোন বিষয়গুলো মানতে হবে।
- কোন কোন বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।
- নারীর আত্মপরিচয়।

সূচিপত্র

লেখকের কথা ১৭
মহান আল্লাহর নির্দেশ ১৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ..................... ২০
মনীষীদের উক্তি... ২১
নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে কোন গুণ থাকা চাই ২৩
দশ গুণে গুণী যারা, বিরাট প্রতিদান পাবে তারা.......................... ২৪
দ্বীনদারিতেই নারীর সম্মান ২৪
পুরুষের জন্য ওয়াজিব, দ্বীনদার স্ত্রী তালাশ করা.........................২৬
হাদিসে দ্বীনদার নারীর কথা বলার কারণ....................................২৬
পুরুষের তিনটি সৌভাগ্যের একটি হলো দ্বীনদার নারী ২৬
দ্বীনদার নারীকে দ্বীনদার পুরুষ দেখে বিয়ে দেওয়া ২৭
দ্বীনদার নারী ও দ্বীনহারা নারী কখনোই সমান নয়...................... ২৭
নারী তুমি কে?...২৮
নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য..৪৩
প্রথম কর্তব্য: নিজে দ্বীনদার হওয়া..৪৩
দ্বিতীয় কর্তব্য: অপরকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া.........................৪৩
তৃতীয় কর্তব্য: গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ৪৫
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় ৪৫
ক. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য হিম্মত করা.........................৪৫
খ. নিয়ত করা, গুনাহের সুযোগ পেলেও গুনাহ করব না ৪৬
গ. কোনো গুনাহকে ছোট মনে না করা...................................৪৬
ঘ. দুআ করা... ৪৭
ঙ. নির্জনে চোখের পানি ফেলা.. ৪৭

চ. মুজাহাদা বা চেষ্টা চালানো ৪৮
চতুর্থ কর্তব্য: তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ৪৮
পঞ্চম কর্তব্য: দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় মনোবল থাকা ৪৮
ষষ্ঠ কর্তব্য: ঘরে অবস্থান করা, বাহিরে গেলে বিপদ ৪৯
সপ্তম কর্তব্য: সময়মতো সালাত আদায়ে যত্নবান হওয়া, রমজান মাসে রোজা রাখা, লজ্জাস্থান হিফাজত করা, স্বামীর আনুগত্য করা. ৪৯
অষ্টম কর্তব্য: নারীর নারীত্বকে গোপন রাখা ৫০
কেমন বোকা আমরা... একটু ভাবো.. ৫০
নিজেকে ইসলামের রঙে রঙিন করো.. ৫০
নিজে পড়ো, নিজে জানো, ইসলামে কী আছে!.. ৫২
ইসলাম আল্লাহর দ্বীন.. ৫২
তুমি গন্তব্য পৌঁছে যাবে.. ৫৩
তুমি তোমার পথ বেছে নাও ৫৩
এখনো ভাবো! এখনো ভাবার সময় আছে! ৫৪
নারীর পোশাক কেমন হওয়া চাই.. ৫৪
সতর ঢাকা ৫৪
পর্দা.. ৫৫
জিলবাব ৫৫
খিমার.. ৫৬
নিকাব.. ৫৬
কার কতটুকু অংশ সতর?.. ৫৭
১. স্বামীর সামনে স্ত্রীর সতর ৫৮
২. রক্তসম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের সামনে মহিলার সতর ৫৮
৩. অন্যান্য পুরুষের সামনে মহিলাদের সতর ৫৯
ফিকহি দৃষ্টিতে নারীর মুখমণ্ডল ৬১
চার মাজহাবের কিতাবের উদ্ধৃতি ৬২
মুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীর সতর.. ৬২

অমুসলিম নারীর সামনে মুসলিম নারীর সতর ৬৩
আঁটোসাঁটো পোশাক দ্বারা পর্দা হয় না ৬৩
বিশেষ অবস্থায় সতর ৬৪
অবাধ্যদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে জাহান্নাম ও জাহান্নামের আগুন.. ৬৬
যারা আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশমতো চলে, তাদের কোনো ভয় নেই ৬৬
সময় থাকতে মনটাকে কাজে দিন...৬৭
মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ ৬৭
মনকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখুন...৬৮
মনকে যদি আমরা রক্ষা করতে চাই ৬৮
মন কী চায়?..৬৯
মনকে বশে আনার উপায়... ৭০
মনের অবসর সময়ের কাজ ৭০
খালি মনকে কাজে ব্যস্ত রাখার কৌশল...................................৭১
অবকাশ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার... ৭২
নারী হওয়ার কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগবে না ৭৩
তোমার পরিচয় ৭৪
প্রথম পরিচয়: তুমি একজন তালিবে ইলম ৭৪
দ্বিতীয় পরিচয়: তুমি একজন মুসলিম নারী.............................৭৬
তৃতীয় পরিচয়: তুমি কোনো মা-বাবার সন্তান.......................... ৭৭
চতুর্থ পরিচয়: আগামী দিনে তুমি কারও স্ত্রী বা মা হবে............. ৭৭
পঞ্চম পরিচয়: তুমি একজন দ্বীনদার নারী.............................. ৭৭
হে প্রিয় বোন! লক্ষ্য নির্ধারণ করো.. ৭৭
যদি তুমি সুখী হতে চাও ৭৮
সুখ পাবে কোথায়...৭৮
কীভাবে বুঝবে তুমি সুখী?...৭৯
ইসলামি শরিয়তে সন্তানকে উৎসর্গ করার বিধান ৮০
এখন বলো, আমি নিজেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি...... ৮১

তুমি কি জানো তোমার মর্যাদা কত?..৮২
তালিবে ইলম আল্লাহর প্রিয় বান্দা..৮৩
পরিশ্রম ও সাধনাই হলো লক্ষ্য অর্জনের উপায় ৮৪
মনে মনে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার ছবি দেখো ৮৫
আজই পরিকল্পনা গ্রহণ করো...৮৬
লক্ষ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা রাখো ৯১
'অসম্ভব' শব্দ মুছে ফেলো ৯২
ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করো.. ৯২
বর্তমানকে যাপন করো ভবিষ্যৎকে স্মরণে রেখে..........................৯৩
ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা পরিহার করো ৯৩
ছোট ছোট অর্জনই বড় অর্জনের ভিত্তি ৯৩
উন্নতির পরিকল্পনা করো ৯৪
সবকিছু গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করো ৯৪
নিজেকে গুছিয়ে আনার উপায় ৯৫
যদি দ্বীনদার হতে চাও..৯৮
নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলো..৯৮
হীনম্মন্যতার শিকার হয়ো না.. ৯৯
হীনম্মন্যতা পরিহার করো ১০০
দুশ্চিন্তা পরিহার করো...১০০
ইমানদারের জন্য দুশ্চিন্তা অনেক মারাত্মক রোগ......................... ১০৩
দুশ্চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায়...১০৪
নিজেকে এগিয়ে নাও... প্রতিনিয়ত ... .১০৪
ভালো শিক্ষার্থী হতে হলে তিনটি কাজ করো..............................১০৪
সময়ের হিফাজত করো ১০৫
নারীর মর্যাদা ১১১
দুনিয়ার বুকে তোমার মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে..............................১১১
তোমার পরিচয়: তুমি দ্বীনদার নারী.......................................১১২

তুমি দ্বীনদার হয়ে যাও..১১২
তোমরা কীভাবে দ্বীনদার হতে পারো..............................১১২
দ্বীন হলো ১১৩
নিয়ত ১১৪
বিনা পরিশ্রমে বহু সাওয়াব হাসিল করার উপায় ১১৪
যেকোনো কাজ করার আগে নিয়তকে যাচাই করুন.............১১৪
বিশুদ্ধ নিয়তের কারণেই অসম্পূর্ণ কাজের পূর্ণ সাওয়াব পাবে..১১৪
বিশুদ্ধ নিয়তের কারণেই কাজে ভুল হলেও সাওয়াব পাবে ১১৫
বিশুদ্ধ নিয়ত পূরণে আল্লাহর সাহায্য থাকে.........................১১৫
বিশুদ্ধ নিয়তের মাঝেই কাজের সফলতা.......................... ১১৬
অশুদ্ধ নিয়তে করা আমল পরকালে জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে দাঁড়ায় ১১৬
ইখলাস কী?...১১৭
বড়দের বৈশিষ্ট্য ১১৭
ইবাদত ১১৮
ইবাদত কাকে বলে? ১১৮
ইবাদত কী কী? ১১৮
তোমাদের দৈনিক যাবতীয় কাজ ইবাদতে পরিণত করো ১১৯
শরীর সুস্থ রাখার নিয়তে ঘুমানো ও মাসনুন দুআ পড়া ১২০
দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় ছয় তাসবিহের আমল করুন ১২৪
আবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কিছু নসিহত ১২৫
মানুষ হওয়া আবশ্যক ১২৫
মানুষ হওয়ার গুণাবলি... ১২৬
আরও কিছু গুণ ১২৭
অমূল্য নসিহত.. ১৩১
আগেকার দিনে পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা............................. ১৩১
যেভাবে তারা দ্বীনি ইলমের চর্চা করতেন............................১৩৩

তোমার ঘরে দ্বীনের পরিবেশ কায়েম করো........................... ১৩৪
যত দিন থাকো পিতার ঘরে তত দিন ছুঁয়ে যেয়ো মায়ের মন, জিতে নিয়ো বাবার দুআ ১৩৫
নারীর কিছু দোষ-গুণের আলোচনা ১৩৬
যে গুণ তোমরা অর্জন করবে ১৩৬
তোমাদের বড়দের থেকে শিখবে ১৩৭
বর্তমান যুগের মেয়েদের অবস্থা ১৩৭
পর্দার পথে চলো, লজ্জাশীলতা গ্রহণ করো ১৩৮
আফসোস! আজ সেই অতীত কেবলই কল্পনা ১৪০
ছোটদের সাথে যেভাবে চলবে ১৪১
নিজেকে মন্দ হালতে রাখবে না ১৪১
ভাই-ভাবিদের সাথে যেভাবে চলবে...১৪১
বড় বোনের সাথে যেভাবে চলবে...১৪২
বিবাহপূর্বের সময়.. ১৪৩
সমকামীরা অভিশপ্ত ১৪৩
জিনা শিরকের পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ................................ ১৪৫
জিনাকারীর ইমান থাকে না... ১৪৫
যখন তুমি শ্বশুরালয়ে যাবে... ....১৪৭
শাশুড়ির সাথে যেভাবে চলবে... ১৪৮
বড়দের সাথে যেভাবে চলবে ১৪৯
ননদের সাথে যেভাবে চলবে ১৫০
শ্বশুরবাড়িতে যেভাবে চলবে...১৫০
সাবধান! তোমার রুমে দেবর ও শ্বশুর যেন প্রবেশ না করে........১৫১
চাচা, মামা, খালা ও ফুফুদের সাথে যেভাবে চলবে..................১৫২
স্বামীর হক...১৫৩
স্বামীর সাথে যেভাবে চলবে.. ১৫৪
বিবেক বুদ্ধির দাবি.. ১৫৫

স্বামীকে খুশি করার সহজ তরিকা ১৫৬
ঘর ও সংসার ১৫৮
ঘরের কাজ ও সাংসারিক জীবন ১৫৮
ভারী দুটি দায়িত্ব ১৫৮
সাংসারিক কাজকর্ম ১৫৯
সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার ১৬০
প্রয়োজন উত্তম গুণ ও অভিজ্ঞতা ১৬১
সংসারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ১৬২
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ১৬৪
পাত্রের সংখ্যা ও পরিমাণ ১৬৪
জিনিসপত্র রাখার জায়গা ১৬৫
আরও কিছু বিষয় ১৬৬
হিসাব ও পরিমিতিবোধ ১৬৭
শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনা ১৬৮
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১৬৯
সন্তান প্রতিপালন ১৭২
আকল ও স্বভাবযোগ্যতা ১৭২
সন্তানের প্রতিপালনের সহজ তরিকা ১৭২
সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ১৭৬
সন্তানের দেখাশোনা ১৭৭
মেয়েদের পর্দার বিষয়ে খেয়াল রাখা ১৭৮
হাতের কাজ ১৭৯
বাচ্চাদের প্রাথমিক চিকিৎসা ১৮০
মেহমানদারি ও আতিথেয়তা ১৮১
মেহমানের আগমন সৌভাগ্যের বিষয় ১৮১
মেহমানের সেবা-যত্ন ১৮২
কাজের লোকদের সাথে আচরণ ১৮২

নিজে কাজ করার অভ্যাস করো.. ১৮৪
গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ১৮৬
অবাধ্য স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং দ্বীনের পথে আনার পদ্ধতি.. ১৮৮
জীবনে সফলতার ৮ টি ধাপ ১৯০
সফলতার ১ম ধাপ: আল্লাহকে হিফাজত করা ১৯১
সফলতার ২য় ধাপ: আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করবেন ১৯৪
সফলতার ৩য় ধাপ: আল্লাহকে হিফাজত করো তাহলে তাকে তোমার সামনে পাবে ১৯৬
সফলতার ৪র্থ ধাপ: আল্লাহকে জানা ১৯৬
সফলতার ৫ম ধাপ: আল্লাহর কাছে চাওয়া..........................১৯৭
সফলতার ৬ষ্ঠ ধাপ: আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া...............১৯৭
সফলতার ৭ম ধাপ: আল্লাহর নির্ধারণই কার্যকর হয়............. ১৯৮
সফলতার ৮ম ধাপ: তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস করা ১৯৮
নিজেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করো ১৯৯

লেখকের কথা

নারী শিক্ষার্থীদের অনেকেই স্বভাবত ভীতু ও লাজুক। ফলে নিজেদের নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় কৌশল রপ্ত করা কিংবা মানসিক সংকট নিরসনে সহায়তা নেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তারা কারও শরণাপন্ন হতে পারে না। এমনকি একজন বিশ্বস্ত শিক্ষিকার কাছেও নয়। তাদের অনেক সমস্যাই অজানা-অচেনাই থেকে যায়, যেগুলোর সমাধান তারা কোথাও খুঁজে পায় না।

আমি যখন শিক্ষক হিসেবে আল-হুদা মহিলা মাদরাসায় নিয়োগ পাই, তখন আমার খুব কাছ থেকে ছাত্রীদের নানা সমস্যা ও মনোজগতের উদ্বেগগুলো দেখার সুযোগ হয়। অনুভব করি, দরকার একটি উপযুক্ত দিক-নির্দেশনামূলক বই—যা হবে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য, তাদের বাস্তবতা বিবেচনায় লেখা, দ্বীনি চেতনায় নির্মিত। আমরা দেখি, অনেক মেধাবী ছাত্রীও কেবল প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ গঠনের এই পথে যেন কেউ নেই—এ চিন্তা আমাকে তাড়িত করে।

এই অনুভূতি থেকেই নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে লেখার প্রয়োজন অনুভব করি। ছাত্রদের উদ্দেশে ২০১০ সালে আমার লেখা *যোগ্য আলিম যদি হতে চান* বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, সেই বই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পেয়েছে। অনেকেই তখন থেকেই অনুরোধ করেছেন, নারী শিক্ষার্থীদের নিয়েও যেন একটি বই লিখি। হয়তো তাদের আন্তরিক দুআরই ফসল হিসেবে আজ এই বইটি আলোর মুখ দেখছে। আল্লাহ তাদের জাজায়ে খাইর দান করুন। আমার লেখাকে কবুল করুন। আমিন।

আমার প্রত্যাশা, এই বই নারী শিক্ষার্থীদের সফলতার সন্ধান দেবে, করণীয় ও বর্জনীয় নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ, বইটির বিভিন্ন কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, উভয় জগতে হাসানাহ দান করুন। আর ক্ষমা করুন আমাকে।

হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে যাবতীয় ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি এবং যা কিছু ভালো তার জন্য আপনার শোকর আদায় করছি, আপনার প্রশংসা করছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং জান্নাতের পথ আমাদের জন্য সহজ করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ নু'মান ইদরীস
০৩/০৯/১৪৪৬ হি.
০২/০৩/২০২৫ খ্রি.

মহান আল্লাহর নির্দেশ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

‘হে আমার রব! আমার বক্ষ আমার জন্য উন্মুক্ত করুন।’[১]

وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

‘তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।’[২]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

‘ভরসা রাখুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি, যার মৃত্যু নেই।’[৩]

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমরা আমাকে ডাকো। আমি সাড়া দেবো।[৪]

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

‘এটা এজন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তার জন্য উল্লসিত না হও।’[৫]

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

‘তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না।’[৬]

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

‘অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।’[৭]

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ

[১] সুরা তহা, আয়াত: ২৫।
[২] সুরা আন-নাহল, আয়াত: ৭০।
[৩] সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৮।
[৪] সুরা আল-গাফির, আয়াত: ৬০।
[৫] সুরা আল-হাদিদ, আয়াত: ২৩।
[৬] সুরা আজ-জুমার, আয়াত: ৫৩।
[৭] সুরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭।

‘আর তোমরা নিরাশ হোয়ো না এবং দুঃখ কোরো না। তোমরাই জয়ী হবে।’[৮]

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ

‘নিশ্চয় আপনার রবের ক্ষমা সুদূরবিস্তৃত।’[৯]

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করবেন।’[১০]

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেবেন।’[১১]

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

‘হতে পারে এর পর আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করবেন।’[১২]

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ

‘বলুন, আল্লাহই তোমাকে এটি-সহ সর্বপ্রকার বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।’[১৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ

اِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ

‘তুমি আল্লাহকে হিফাজত করো, আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করবেন।’

[৮] সুরা আলি ইমরান, আয়াত: ১৩৯।
[৯] সুরা আন-নাজম, আয়াত: ৩২।
[১০] সুরা আত-তালাক, আয়াত: ২।
[১১] সুরা আত-তালাক, আয়াত: ৪।
[১২] সুরা আত-তালাক, আয়াত: ১।
[১৩] সুরা আল-আনআম, আয়াত: ৬৪।

মনীষীদের উক্তি

حَيَاتُكِ مِنْ صُنْعِ أَفْكَارِكِ

'আপনার জীবন গড়ে উঠবে আপনার ভাবনার কাঠামোতে।'

الْأُمُّ مَصْنَعُ الرِّجَالِ وَمَعْدَنُ الْأَبْطَالِ

'মা-ই হলো বীর সন্তানের জন্ম ও গড়ার পাঠশালা, মহাপুরুষ তৈরির উৎসভূমি।'

الْمَرْأَةُ أَهْدَتْ الْعُظَمَاءَ لِلْعَالَمِ

'যুগে যুগে নারীরাই পৃথিবীকে মনীষী উপহার দিয়েছেন।'

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ

'সন্ধ্যার অপেক্ষায় সকাল বরবাদ করবেন না।'

سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

'আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।'

وَإِنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرَبِ

'বিপদ যেখানে, মুক্তিও সেখানে।'

بِالْبَلَاءِ يُسْتَخْرَجُ الدُّعَاءُ

'বিপদ বান্দাকে আল্লাহর কাছে দুআপ্রার্থী বানায়।'

مِنْ سَاعَةٍ إِلى سَاعَةٍ فَرَجٌ

'আজ যা সমস্যা, কাল তা সমাধান।'

إِرْضَىْ بِمَاقَسَمَ اللهُ لَكِ تَكُوْنِيْ أَغْنى النَّاسِ

'ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। আপনিই হবেন সর্বাধিক প্রাচুর্যের অধিকারিণী।'

أَتَاكَ السُّرُوْرُ لأَنَّ الْفَلَكَ يَدُوْرُ

'গ্রহগুলো কক্ষপথে ঘুরছে। আপনার সুখগুলোও ঘুরতে ঘুরতে একদিন আপনার কাছে আসবে।'

إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাঁদের পরীক্ষা নেন।'

الْعَمَلُ وَقُوْدُ الأَمَلِ وَعَدُوُّ الْفَشَلِ

'কর্মই আশার জ্বালানি, আর তা-ই ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় শত্রু।'

لَا أَمَانَ لِمَنْ لَا إِيْمَانَ لَهَا

'ঈমানহীন নারী নিরাপদহীন নারী।'

الْحَيَاةُ قَصِيْرَةٌ فَلَا تُقْصِرِيْهَا بِالْهَمِّ

'জীবন এমনিতেই সংক্ষিপ্ত। দুশ্চিন্তার মাধ্যমে তাকে আরও সংক্ষিপ্ত করবেন না।'

تَعْرِفِيْ عَلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِيْ الشِّدَّةِ

'সুখের দিনে আল্লাহকে স্মরণ করুন। দুঃখের দিনে আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করবেন।'

উপদেশ:

১. নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা এড়িয়ে চলো, সুখ পাবে।
২. আশাবাদী হও! মহান আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। ফেরেশতা তোমার মাগফিরাত চেয়ে দুআ করছেন। জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায় আছে।
৩. কখনোই বিপর্যয় ও পেরেশানির অপেক্ষায় থাকবে না। সবসময় আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণের আশা রাখবে। শান্তি, নিরাপত্তা ও শঙ্কামুক্ত থাকার আশা পোষণ করবে।
৪. তোমাকে হতে হবে সুউচ্চ স্বপ্নের অধিকারী।
৫. নৈরাশ্য তোমার সাংঘাতিক শত্রু। এটি তোমার অন্তরের প্রশান্তি কেড়ে নেবে।
৬. আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরাই প্রতিটি পেরেশানির কারণ। কাজেই আল্লাহমুখী হও।
৭. সবার মুখে তোমার প্রশংসা—এটাই সাফল্যের মাপকাঠি।

৮. জীবন হলো কিছু মুহূর্তের সমন্বিত রূপ। কাজেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করো। তোমার জীবনও মূল্যবান হয়ে উঠবে।
৯. অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট করবে না।
১০. যে নারী দ্বীনদারির মাঝে স্বাধীনতার সুখ অনুভব করবে, সে নিজেকে অবশ্যই অন্যদের চেয়ে অধিক সুখী-সুন্দর পাবে।
১১. কম ভোজনে দেহের স্বস্তি। কম পাপে আত্মার স্বস্তি। কম দুশ্চিন্তায় মনের স্বস্তি। কম কথায় মুখের স্বস্তি।
১২. সালাতের মাধ্যমে বিপদের মোকাবিলা করো।
১৩. অন্যের দোষত্রুটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখো, তোমার মাঝে নব্বই ভাগ সদাচরণ চলে আসবে।
১৪. প্রতিমুহূর্তে ইস্তিগফার পাঠ করো। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে তাসবিহ জপো।
১৫. তুমি গ্রহণ করো সেই সৌন্দর্য, যা তোমার সঙ্গে কবরে যাবে। সেটি হলো খোদাভীরুতা।

নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে কোন গুণ থাকা চাই

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহযোগী—তারা ভালো কাজের দাওয়াত দেয়, খারাপ কাজে বাধা দেয়, সালাত কায়েম রাখে, জাকাত দেয়, আর আল্লাহ ও তার রাসুলের কথামতো চলে; তাদের ওপরেই আল্লাহ দয়া করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী।'[১৪]

'যার দ্বীন নেই, তার দুনিয়াও নেই, আখিরাতও নেই। দ্বীনওয়ালা সবওয়ালা, দ্বীনহারা সর্বহারা।'

[১৪] সুরা আত-তাওবা, আয়াত: ১৭।

দশ গুণে গুণী যারা, বিরাট প্রতিদান পাবে তারা

১ম গুণ: মুসলমান হওয়া— إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

২য় গুণ: মুমিন হওয়া— وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

৩য় গুণ: আল্লাহর অনুগত হওয়া— وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ

৪র্থ গুণ: সত্যবাদী হওয়া— وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

৫ম গুণ: ধৈর্যশীল হওয়া— وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

৬ষ্ঠ গুণ: বিনীত হওয়া— وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ

৭ম গুণ: দানশীল হওয়া— وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

৮ম গুণ: রোজা রাখা— وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

৯ম গুণ: লজ্জাস্থানের হিফাজত করা— وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

১০ম গুণ: অধিকহারে আল্লাহর জিকির করা— وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

(উক্ত ১০ গুণে গুণী যারা) তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।[১৫]

দ্বীনদারিতেই নারীর সম্মান

নারীর সম্মান কোথায়? শারীরিক আকর্ষণে? কর্পোরেট চাকরিতে? অবাধ স্বাধীনতা চর্চায়? দেখুন আমাদের প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন,আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> 'দুনিয়া একটি সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে দ্বীনদার নারী।'[১৬]

[১৫] সুরা আল-আহজাব, আয়াত: ৩৫।
[১৬] সহিহ মুসলিম: ১৪৬৭।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> ‘চারটি বিষয় দেখে নারীকে বিবাহ করা হয়—তার সম্পদের কারণে, তার বংশমর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে, তার দ্বীনদারিতার কারণে। তবে তুমি দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দাও; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হও।’[১৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> ‘যখন স্বর্ণ- রৌপ্যের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তা জেনে আসছি। অতঃপর তিনি উটের পিঠে চড়ে রওনা হলেন এবং আমি তাঁর পেছনে চললাম। তিনি গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার হৃদয়কে বানায় কৃতজ্ঞতা আদায়কারী, জিহ্বাকে জিকিরকারী এবং এমন স্ত্রী নির্বাচন করে, যে তাকে আখিরাতের বিষয়ে সাহায্য করবে।’[১৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন,

> ‘হে মুআজ! কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হৃদয়, জিকিরকারী জিহ্বা এবং দ্বীনদার স্ত্রী, যে তোমাকে তোমার পার্থিব ও দ্বীনি কাজে সাহায্য করবে—এগুলো মানুষের উপার্জিত সম্পদের মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম।’[১৯]

---

[১৭] সহিহ মুসলিমঃ ১৪৬৬।

[১৮] মুসনাদু আহমাদঃ ২২৪৩।

[১৯] শুআবুল ইমানঃ ৪১১৬।